ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

সানি লিওনের নীল ছবি প্রসঙ্গে যা বললেন সালমান খান
পৃঃ ৫

আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটার কামিন্স
পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০২০ ● কলকাতা ● ০৫ মাঘ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ২০ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

৫৫০ বছরের অপেক্ষার অবসান, রামমন্দিরের গর্ভগৃহে বসলেন রামলালা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধন । মন্দিরে অভিষেক হবে রামের বিগ্রহের। তাই নতুন রূপে সেজে উঠেছে অযোধ্যা নগরী। সামনেই সেই মহেন্দ্রক্ষন। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। এককথায় দেশ জুড়ে সাজো সাজো রব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন।আচ্ছাদনে মোড়া, রাম লালার মূর্তির প্রথম ছবি, বৃহস্পতিবার গর্ভগৃহে স্থাপন অনুষ্ঠানের সময় সামনে আসে। তার ছবি দেশবাসীর সাথে ভাগ করে নিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিডিয়া ইনচার্জ শরদ শর্মা। যদিও, প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে রামলালার মূর্তির মুখ এখনও ঢাকা রয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জানিয়েছে, বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং শ্রদ্ধেয় আচার্যরা মন্দিরের পবিত্র চত্বরে পূজা অনুষ্ঠানের নেতৃত্বে ছিলেন। পাশাপাশি রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের সদস্যরাও প্রার্থনায় অংশ নিয়েছিলেন।

মাকরানা পাথর দিয়ে তৈরি রামলালের আসনটি ৩.৪ ফুট উঁচু। রাম লালার অভিষেক অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত এক পুরোহিত অরুণ দীক্ষিত এই বিষয়ে সংবাদসংস্থা পিটিআই কে জানিয়েছেন, ট্রাস্টের সদস্য অনিল মিশ্র দ্বারা 'প্রধান সংকল্প' পরিবেশিত হয়েছে। 'প্রধান সংকল্প'-এর পিছনে আসল ধারণাটি হল যে ভগবান রামের 'প্রতিষ্ঠা' করা হচ্ছে সকলের কল্যাণের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য, মানবতার কল্যাণের জন্য এবং যারা এই

এরপর ৩ পাতায়

পূর্ব বর্ধমান জেলা সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২৪ জানুয়ারি বর্ধমান সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমানের গোদার মাঠে প্রশাসনিক সভা করবেন মমতা। সেখান থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান করবেন। পাশাপাশি বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী। কোন কোন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস হবে তার তালিকা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করেছে প্রশাসন।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী সভা থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান করবেন। বর্ধমান শহরের গোদা মাঠে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার আধিকারিকদের নিয়ে সেই মাঠ পরিদর্শন করেন জেলা শাসক। প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, জাতীয় সড়কের পাশেই এই গোদার মাঠ। এখানে গাড়ি পার্কিং থেকে শুরু করে সভার পাশেই হেলিপ্যাডের ব্যবস্হা করার যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। তাই অন্যান্য বারের মতো এবারও গোদার এই মাঠকেই মুখ্যমন্ত্রীর এই সভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।বর্ধমান নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবনের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে তিনি বর্ধমানের সদরঘাটে কৃষক সেতুর বিকল্প ব্রিজেরও শিলান্যাস করতে পারেন বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বেশ কিছুদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রীর এই জেলা সফরের জল্পনা চলছিল। তিনি ২৪ জানুয়ারি পূর্ব বর্ধমান জেলায় আসছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে খবর এসেছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ আসার পরই মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে সামনে রেখে জোর প্রশাসনিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক পূর্ণেন্দু মাজি। বৈঠকে অতিরিক্ত জেলা শাসক, সংশ্লিষ্ট সব দফতরের আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে জেলাশাসক বলেন, ২৪ জানুয়ারি জেলা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে সমস্ত দফতরকে নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক করা হয়েছে এদিন। বৈঠকে জেলার পুলিশকর্তারাও ছিলেন। তাঁরা নিরাপত্তার দিকটি খতিয়ে দেখছেন। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের প্রাক্কালে জেলা প্রশাসনের ততপরতা তুঙ্গে উঠেছে।

মাওবাদীদের নয়া বঙ্গ ব্রিগেডে কারা? রাজ্য পুলিশের হাতে কয়েকটি নাম

পুরুলিয়া: নিউজ সারাদিন : সংগঠন গুছিয়ে কাজ শুরু করতে গিয়েই বেঙ্গল ইনচার্জের গ্রেপ্তারে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে সিপিআই (মাওবাদী)। 'আচমকা গতিবিধি'-তে নাশকতামূলক কাজের পরিকল্পনাতেই এই বিপর্যয়। তাই গ্রেপ্তারের এতদিন পরেও মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে কোনও প্রেস বিবৃতি জারি হয়নি।বাঘমুন্ডির মাঠা বনাঞ্চলের ঝাড়খণ্ড থেকে মাত্র তিন কিমি দূরে চাউনিয়ার জঙ্গলে যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। সেখানে কাদের আসার কথা এই বিষয়ে পুলিশ কিছু জানাতে চাইছে না। তাদের নাম সামনে এনে চিহ্নিত করতে চায় না পুলিশ। আসলে রাজ্য সরকারের নীতি অনুযায়ী কোনওভাবেই যাতে জঙ্গলমহলে কেউ বিপথে পরিচালিত না হয়। ফলে চুপিসারে মগজ ধোলাই চললেও অতীতের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেই লক্ষ্যেই জঙ্গলমহলে কাজ করছে পুলিশ।আসলে এই ধরনের প্রেস বিবৃতিতে সাংগঠনিক বা পার্টির ক্ষতি হচ্ছে - এই বিষয়টি বুঝতে পেরেই তাদের এমন সিদ্ধান্ত বলে পুলিশের ধারণা।

এদিকে ধৃত সব্যসাচী গোস্বামী ওরফে কিশোরদাকে জেরা করে মাওবাদীদের বঙ্গ সংগঠন-সহ সাংগঠনিক সমস্ত কার্যকলাপ জানার চেষ্টা করছে রাজ্য পুলিশ । বিশেষ করে নয়া মাও বঙ্গ ব্রিগেডে কারা? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে টানা

এরপর ৩ পাতায়

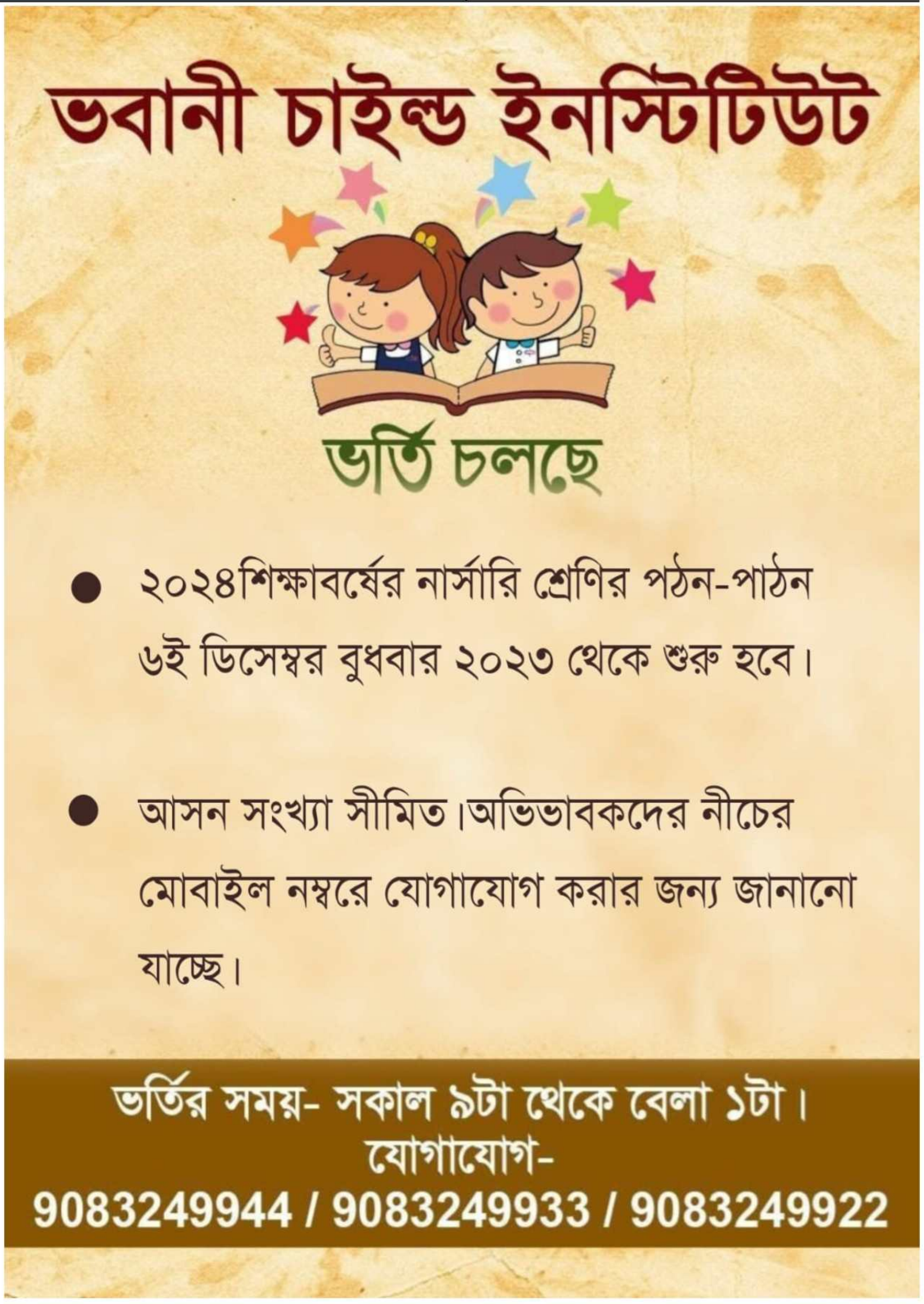

উদার আকাশ প্রকাশনের

১৮৩ নম্বর স্টলের উদ্বোধন করলেন লেখক ড. মইনুল হাসান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৪৭ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় উদার আকাশ প্রকাশনের ১৮৩ নম্বর স্টলের উদ্বোধন করলেন লেখক ও সাবেক সাংসদ ড. মইনুল হাসান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'অন্য গাঁয়ের আখ্যান' গল্প সংকলনের লেখক ডাঃ মোঃ আবেদ আলি, সাহিত্যসেবক হাবিবুর রহমান। আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তক মেলার ১ নম্বর গেটের একদম কাছেই 'উদার আকাশ'-এর স্টল। উদার আকাশ প্রকাশনের সব গ্রন্থের সঙ্গে থাকছে গবেষণামূলক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। এ পর্যন্ত উদার আকাশ থেকে প্রকাশিত সমস্ত কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ সংকলন, উপন্যাস ও গল্প সংকলনের বইগুলো পাওয়া যাচ্ছে। আর থাকছে উদার আকাশ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের বেস্ট সেলার বইগুলো। ওপার বাংলার জনপ্রিয় প্রকাশন সংস্থা 'স্বপ্ন ৭১'-এর ভারতের একমাত্র পরিবেশক উদার আকাশ। তাই থাকছে তাদের নির্বাচিত ৫২টি গ্রন্থের সম্ভার। খুব ঘরোয়াভাবে ১৯ জানুয়ারি ২০২৪ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় 'উদার আকাশ' স্টল ১৮৩ উদ্বোধন হয়। উদার আকাশ পত্রিকা ও প্রকাশন সংস্থার সম্পাদক ও প্রকাশক ফারুক আহমেদ বলেন, সুস্থ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশে পাঠক দরবারে সমাদৃত হবে উদার আকাশের প্রয়াস। এবছর উদার আকাশ প্রকাশন থেকে ২১টি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ হচ্ছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায়। ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার প্রেস কর্নারে 'ইসলামের পরিচয়' গ্রন্থের জন্য উদার আকাশের তরফে 'আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হবে ইসলামবেত্তা জনাব মহিউদ্দিন সরকারকে। ওই দিন কাজী নজরুল ইসলাম-এর লেখা দেশাত্মবোধক নজরুল গীত পরিবেশন করবেন বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ।

সোমবার সকলকে সতর্ক থাকার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার সব জেলার তৃণমূল নেতাদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুক্রবার শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্ব বৈঠক করেন মুর্শিদাবাদ জেলার নেতাদের সঙ্গে। বৈঠকে নেত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম প্রমুখ।তৃণমূল এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ করে, ২২ জানুয়ারির আগে বিজেপি গুজব ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করছে। শুক্রবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য বিদ্যুত বণ্টন সংস্থার একটি নোটিস তুলে ধরে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন। তাতে তিনি লেখেন, ওই সংস্থা ২২ জানুয়ারি বর্ধমানে রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য চার ঘণ্টা বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ রাখবে। ওই পোস্টে তাঁর অভিযোগ, মানুষ যাতে রামমন্দিরের উদ্বোধন না টিভিতে না দেখতে পারে, তার জন্য এই চক্রান্ত। পরে দেখা যায়, সেই নোটিসটি আসলে গত বছরের ২২ জানুয়ারির। শুভেন্দু অবশ্য কিছুক্ষণ পর সেই পোস্টটি ডিলিট করে দেন। তৃণমূলের অভিযোগ, শুভেন্দু সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর ছড়িয়ে শান্তি ভঙ্গ করার চেষ্টা করছেন। এই ধরনের ভুয়ো খবর রুখতে পুলিশ ও প্রশাসনকে কড়া নজরজারি চালাতে বলেছে শাসকদল।দলীয় সূত্রের খবর, বৈঠেক মমতা বলেন, ২২ জানুয়ারি, সোমবার আমি কলকাতায় সংহতি মিছিলে হাঁটব। তার আগে কালীঘাটে পুজো দেব। তারপর হাজরা থেকে পার্কসার্কাস পর্যন্ত মিছিল হবে। সাধারণ মানুষকেও ওই সংহতি মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি বলেন, আমরা তো মিছিল করবই। আবার যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। তাঁর আশঙ্কা, রামমন্দির উদ্বোধনের দিন বিজেপি গোলমাল করতে পারে। তিনি বলেন, কোনও প্ররোচনায় পা দেওয়া চলবে না। জেলাগুলিতেও আমাদের কর্মী, সমর্থকরা সংহতি মিছিল করবে। বিজেপিও নানা কর্মসূচি নিয়েছে। তাই সজাগ থাকতে হবে।

অবশেষে মহুয়া ছাড়লেন বাংলো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর কোনো বিতর্কে না গিয়ে আইনজীবীর মাধ্যমে তৃণমূল সাংসদ ছাড়লেন বাংলো। এর আগে বাংলো ছাড়ার তৃতীয় নোটিশ পেয়েই দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। তবে সেখানে জোর ধাক্কা খেতে হয়েছিল তাঁকে। উল্লেখ্য, লোকসভা থেকে তাঁকে বহিষ্কারের ঘোষণার পরই মহুয়াকে বাড়ি খালি করার নোটিস দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ডাইরেক্টরেট অফ এস্টেটস প্রাথমিক ভাবে ৭ জানুয়ারির মধ্যে বাড়ি খালি করতে বলেছিল মহুয়াকে। তবে সেই সময়ের মধ্যে মহুয়া বাড়ি খালি করেননি। এরপর আরও দু'টি উচ্ছেদের নোটিশ মহুয়াকে পাঠানো হয়। এর মধ্যে সাম্প্রতিকতম নোটিসের 'ভাষা' নিয়ে চর্চা শুরু হয়। তাতে আধিকারিক পাঠানোর উল্লেখ ছিল। শেষ পর্যন্ত আর কোনো বিতর্কে যেতে চান নি সাংসদ।

আজ সকালেই আমরা জানিয়েছিলাম যে আজই মহুয়াকে সরকারি বাংলো থেকে উচ্ছেদ করার জন্য দল পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহায়ণ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ ডাইরেক্টরেট অফ এস্টেটস। এরই মাঝে মহুয়া মৈত্রের আইনজীবী জানিয়ে দিলেন, প্রাক্তন সাংসদ নিজের থেকেই বাড়ি খালি করে দিয়েছেন। সরকারি আধিকারিকরা আজকে মহুয়ার বাংলোতে পৌঁছলে সেখানকার চাবি তাঁদের হাতে তুলে দেন তৃণমূল নেত্রীর আইনজীবী। যদিও আইনজীবী জানান মহুয়া মৈত্র খুবই আসুস্থ। তিনি কদিন আগে ICU তে ভর্তি ছিলেন। প্রসঙ্গত, এর আগে 'ঘুষের বদলে সংসদে প্রশ্ন করা' মামলায় লোকসভা থেকে গত ৮ ডিসেম্বর বহিষ্কৃত হয়েছিলেন মহুয়া। তার পরেই তাঁকে সরকারি বাংলো খালি করতে বলা হয়েছিল। ৭ জানুয়ারির মধ্যে বাংলো খালি করতে বলা হয়েছিল। তবে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে বাড়ি ছাড়েননি মহুয়া। এই আবহে গত ১১ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার নোটিশ পাঠিয়ে মহুয়াকে বাড়ি ছাড়তে বলে ডাইরেক্টরেট অফ এস্টেটস। ১৬ জানুয়ারির মধ্যে সেই নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছিল মহুয়াকে। এবার শেষে হলো বাংলো বিতর্ক।

উত্তপ্ত বিদ্যাসাগর কলেজ স্লোগান,

কুশপুত্তলিকা দাহ, কালো পতাকা, টায়ার জালিয়ে বিক্ষোভ

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : আবারও উত্তপ্ত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। ১৬ই জানুয়ারি মঙ্গলবার চলছিল নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে ফিমেল ক্যান্ডিডেটের সার্টিফিকেট বিতরণ। সেখানে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ছাত্রী এবং এভিবিপি সংগঠনের মধ্যে চলে বাক বিতন্ডা। তারপরেই হাতাহাতি। সেখানে

এরপর ৩ পাতায়

ভুয়ো পরীক্ষার্থী হাতেনাতে ধরলেন পরীক্ষক

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল,মালদা: নিউজ সারাদিন : মালদার চাঁচল কলেজে হাতেনাতে ভুয়ো পরীক্ষার্থী ধরলেন পরীক্ষক। শুক্রবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।কলেজের তরফে ভুয়ো পরীক্ষার্থীকে চাঁচল থানার হাতে তূলে দেওয়া হয়েছে।কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে,এদিন বিএ জেনারেলের পঞ্চম সেমিস্টারের বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা দিতে আসে।সেই সময় নকল এডমিট দেখে সন্দেহের দানা বাঁধে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অজিত বিশ্বাস কন্ট্রোল রুমে সেটি পাঠালে,জানানো হয় সেটি জাল।সেই মুহুর্তেই ওই ভুয়ো পরীক্ষার্থীকে আটক করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের তরফে জানানো হয়, এডমিট কার্ডে ছাত্রীর নাম রয়েছে কিন্তু ছবিটি ভুয়ো পরীক্ষার্থী ওই ছেলের।আদতে সেটি ছাত্রী পুস্পা চৌধুরীর এডমিট কার্ড বলে জানানো হয়।

তৃণমূলের 'সংহতি মিছিল' নিয়ে

চূড়ান্ত অপশব্দ দিলীপের মুখে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২২ জানুয়ারী সারা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস সংহতি মিছিল করবে। সেই মিছিলে সমস্ত ধর্মের মানুষেরা যোগ দেবেন। এতে অসুবিধার কিছু নেই। কিন্তু এই মিছিল নিয়ে চূড়ান্ত কটু মন্তব্য করলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, ওই মিছিলে কোনো ভালে লোক জানেন না। এই পর্যন্ত রাজনীতির ময়দানে চলে। কিন্তু এর পরেই তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা সংহতি মিছিলে কোনও হিন্দু যাবে না। যাবে কিছু হারামখোর আর তৃণমূলের উচ্ছিষ্টভোগী।' এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এর পরে অবশ্য তিনি রাজনীতির কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সংহতি মিছিল করার আগে তৃণমূলের ভিতরে সংহতি আনা উচিত। সংহতির নামে হিন্দু বিরোধীদের এককাট্টা করা হচ্ছে।' তিনি আবার বলেন, 'আমার তো মনে হয় না কোনও হিন্দু এই সংহতি মিছিলে যাবে। যার শরীরে হিন্দুর রক্ত আছে সে রামের বিরুদ্ধে যাবে না। কিছু হারামখোর যাবে, যারা তৃণমূলের উচ্ছিষ্টভোজী।'

হারামখোর ও উচ্ছিষ্টভোজী শব্দ দুটি নিয়ে আপত্তি উঠেছে। তিনি বলেন, 'যারা সংসদে CAA পাশ হওয়ার পরে সারা পশ্চিমবঙ্গে আগুন জ্বালিয়েছিল, ট্রেন জ্বালিয়েছিল, বাস জ্বালিয়েছিল, রেল লাইন উপড়ে ফেলেছিল, সেই সব রাষ্ট্রবিরোধীদের নিয়ে এখানে মিছিল হবে রামের বিরুদ্ধে। এটা তৃণমূলের পক্ষে মানানসই'। তবে সংহতি মিছিল নিয়ে অনেকেই আপত্তি তুলেছেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এটা খুবই উদ্বেগের। সংখ্যালঘু মুসলিম ভোট ওনার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে বলে উনি কার্যত রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। কার্যত উনি উসকানি দিচ্ছেন, গোটা রাজ্যে ব্লকে ব্লকে সম্প্রীতি মিছিলের নামে যাতে সেইদিন রাম নবমীর মতো গোটা রাজ্যে কোথাও কোথাও অশান্তি ও মানুষের জীবন থেকে শুরু করে ধনসম্পত্তির ক্ষতি হোক।' ওদিকে নওসাদ সিদ্দিকীর মন্তব্য -'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ জানুয়ারি মিছিলের ডাক দিয়ে উসকানি দিতে চাইছেন। আর সেটা নিয়ে শুভেন্দুবাবুরা রাজনীতি করছেন।'

সাগর মেলায় অসুস্থ পুণ্যার্থীদের

সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের দিনরাত স্বাস্থ্যসেবা

জগদীশ য়াদব : সাগরদ্বীপ : নিউজ সারাদিন : কুম্ভ মেলার পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় মেলা গঙ্গা সাগর মেলা সাগর দ্বীপে মকর সংক্রান্তির পবিত্র স্নানের শেষ হয়েছে। মেলায় সব ধরনের আয়োজনের দাবি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড সহ দেশের প্রায় সব রাজ্য থেকে পবিত্র স্নানের জন্য আসা পুণ্যার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় বিশ্বখ্যাত সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেডের ৩৬ জনের একটি বড় দল দিনরাত সাধুদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য কাজ করেছে এবং অসুস্থ সাধুদের শুধু হাসপাতালেই নিয়ে যায়নি তাদের প্রাথমিক চিকিৎসাও দিয়েছে। সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেডের ডিভিশনাল কমান্ড্যান্ট ও মেলা দলের ইনচার্জ সিদ্ধার্থ চৌধুরী জানান, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ৩৪০ জনের বেশি অসুস্থ ভক্তকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে।

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

মাওবাদীদের নয়া বঙ্গ ব্রিগেডে কারা? রাজ্য পুলিশের হাতে কয়েকটি নাম

জিজ্ঞাসাবাদ চলছে সব্যসাচীকে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সিও পুরুলিয়া জেলা পুলিশের হেফাজতে থাকা সব্যসাচীকে জেরা করতে চাইছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এটাই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিকে দু'ভাগে ভাগ করার পর স্টেট ওয়ান ও স্টেট টু-তে কারা কারা কাজ করছেন? এছাড়া আরও প্রশ্ন, তাদের মধ্যে নতুন সদস্য ক'জন? কীভাবে তাদের হাতে মাও বেঙ্গল ইনচার্জ সব্যসাচী অস্ত্র তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এই বিষয়গুলি। পুরুলিয়া জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এইসব গুচ্ছগুচ্ছ প্রশ্নমালার মুখে সেভাবে ভাঙতেই চাইছেন না ধৃত মাওবাদী শীর্ষ নেতা।তবে তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া নথিপত্র ও জিজ্ঞাসাবাদে মোট চারজনের নাম হাতে পেয়েছে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ - অনুপ, সুদীপ, হাকিম, রাক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর কমরেড 'অনুপ' নামে কাউকে বাংলায় চিঠি লিখে সতর্ক থাকার কথা বলেন এই সব্যসাচী। গ্রেপ্তারের পর তার কাছ থেকে উদ্ধার হওয়ার পর যা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এছাড়া একটি বাংলা নথি মিলেছে, যেখানে সুদীপ, হাকিম, রাক এই নামগুলি পাওয়া গিয়েছে। ওই নথিপত্রে 'ওখানকার সুদীপের বানানো জোনাল লিডিং টিমের চিঠিগুলোর জবাব' নামে ১৩ পৃষ্ঠার ওই নথি পড়ে তদন্তকারীরা বোঝার চেষ্টা করছেন এই বঙ্গে ডালপালা ছড়িয়ে আর কারা কারা রয়েছেন। পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'সমগ্র মাও কার্যকলাপ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।'বাংলা-ঝাড়খণ্ড পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গলমহলে কিষেণজির মৃত্যু এবং অযোধ্যা স্কোয়াড ভেঙে যাওয়ার পর যারা এখনও সংগঠনে রয়েছেন, তারা দলমা পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা ও বেলপাহাড়ি লাগোয়া ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে থাকার পর নিরাপদ ডেরা হিসাবে সারান্ডার জঙ্গলকেই বেছে নিয়েছেন। তবে একেবারে সাধারণভাবে জঙ্গলমহল-সহ নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এলাকায় তাদের যে কাজকর্ম চলছে, সেই তথ্য রাজ্য পুলিশের হাতে রয়েছে। হাতে থাকা সেই তথ্য ধৃত সব্যসাচীর কাছ থেকে জেনে পদক্ষেপ নিতে চাইছে রাজ্য পুলিশ। সব্যসাচীকে জেরা করে নয়া মাওবাদীদের বঙ্গ ব্রিগেডের সদস্য-সহ আরও বড় মাথার খোঁজ চাইছে। সেই জন্যই আইজি (বাঁকুড়া রেঞ্জ) ভরতলাল মিনা একপ্রস্থ জেরা করেছেন। টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন রাজ্যে মাওবাদী দমনে দক্ষ পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন ব্রিগেড সম্বন্ধে সব্যসাচী সেভাবে না ভাঙলেও স্টেট ওয়ান কমিটিতে অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশের তত্ত্বাবধানে শচীন, মীরা, বীরেন, মদন, জবা এখনও কাজ করে যাচ্ছেন বলে ধৃতের কাছ থেকে জানা গিয়েছে।কিন্তু একটা প্রশ্নের কিছুতেই উত্তর পাচ্ছেন না রাজ্যের পুলিশ কর্তারা। একজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তাদের সাংগঠনিক নিরাপত্তা বলয় ছাড়া কীভাবে জঙ্গলমহলে এসেছিলেন? যদিও সাংগঠনিক কাজ করতে তারা সাধারণভাবেও যাওয়া-আসা করে থাকেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্তরের এই শীর্ষ মাও নেতা দীর্ঘদিন ধরেই বাঁকুড়ায় বিশেষ করে দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে যাতায়াত করছিলেন। এই যাতায়াতে ব্যবহার করছিলেন যাত্রীবাহী বাসই। এই বিষয়টি অবাক করছে দুঁদে পুলিশকর্তাদেরও। যদিও বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম থেকে সাম্প্রতিককালে একাধিকবার তিনি পুলিশের হাত থেকে ফসকে যান। সাধারণত একজন মাওবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যকে ঘিরে কমপক্ষে ৬ জন রক্ষীর নিরাপত্তা বলয় থাকে। কিন্তু সব্যসাচী একজন রক্ষী না নিয়েই জঙ্গলমহলে দীর্ঘদিন ধরে সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন বলে জেরায় তথ্য পেয়েছে পুলিশ।

১-ম পাতার পর

৫৫০ বছরের অপেক্ষার অবসান, রামমন্দিরের গর্ভগৃহে বসলেন রামলালা

কাজে অবদান রেখেছেন তাদের জন্যও।"সারা দেশবাসী এখন সেই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছেন। ১৮ জানুয়ারি লক্ষীবারে গর্ভগৃহে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এল মন্দিরের গর্ভগৃহে বসানো রামের প্রথম ছবি।

বুধবার, মন্দি চত্বরে আনা হয় রামলালার মূর্তি । ৫১ ইঞ্চি রাম লালার মূর্তিটি তৈরি করেছেন মাইসুর বাসিন্দা, কর্ণাটকের বিখ্যাত ভাস্কর অরুণ যোগীরাজ। পাঁচ প্রজন্মের বিখ্যাত ভাস্করদের পরিবারের অরুণ যোগীরাজ বর্তমানে দেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান ভাস্কর বলে জানা গিয়েছে। অরুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।

আচ্ছাদনে মোড়া, রাম লালার মূর্তির প্রথম ছবি, বৃহস্পতিবার গর্ভগৃহে স্থাপন অনুষ্ঠানের সময় সামনে আসে। তার ছবি দেশবাসীর সাথে ভাগ করে নিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিডিয়া ইনচার্জ শরদ শর্মা। যদিও, প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে রামলালার মূর্তির মুখ এখনও ঢাকা রয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জানিয়েছে, বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং শ্রদ্ধেয় আচার্যরা মন্দিরের পবিত্র চত্বরে পূজা অনুষ্ঠানের নেতৃত্বে ছিলেন। পাশাপাশি রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্রের সদস্যরাও প্রার্থনায় অংশ নিয়েছিলেন।

২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধন করবেন নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে ইতিমধ্যেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে ভক্তরা অযোধ্যায় এসে জড়ো হতে শুরু করেছেন। ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের পরদিন মন্দিরটি জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

সুরিনাম এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো-র ভজন

সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সুরিনাম এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো-র ভজন সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। এই ভজনগুলিতে রামায়ণের চিরন্তন বার্তা রয়েছে। এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"রামায়ণের বার্তা বিশ্বজুড়ে সবাইকে অনুপ্রাণিত করে। সুরিনাম এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো-র কয়েকটি ভজন আপনাদের শোনার জন্য এখানে দিলাম। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে, সমুদ্র আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে, কিন্তু বিশ্বের বহু জায়গায় আমাদের ঐতিহ্যের স্পন্দন এখনও অত্যন্ত জোরালো।

সুরেশ ওয়াদেকরের গাওয়া ভক্তিগীতি

সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সুরেশ ওয়াদেকর এবং আর্যা আম্বেকরের গাওয়া একটি ভক্তিগীতি সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, সারা দেশ এখন রাম ভক্তির আবেগে বিভোর হয়ে রয়েছে। সামাজিক মাধ্যম এক্স বার্তায় একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "অযোধ্যায় প্রভু শ্রীরামের প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে ঘিরে সারা দেশ ভক্তির আবেগে বিভোর হয়ে রয়েছে। সুরেশ ওয়াদেকরজী এবং আর্যা আম্বেকরজীর সুমধুর কণ্ঠে এই গান সেই ভক্তিভাবকে আরও জাগ্রত করেছে"।

রামমন্দির উদ্বোধনের আগে অযোধ্যা থেকে

আটক ৩ সন্দেহভাজন ব্যক্তি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হবে রাম মন্দিরের। কয়েক মাস ধরেই সেই নিয়ে গোটা অযোধ্যা জুড়ে সাজো সাজো রব। ইতিমধ্যে গত ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়ে গিয়েছে। আর রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানের আগে বৃহস্পতিবার অযোধ্যা থেকে তিন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেছে উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড (এটিএস)।রামমন্দির উদ্বোধনের আর বাকি মাত্র দু'দিন। উত্তরপ্রদেশ সরকার ইতিমধ্যে ড্রোনের মাধ্যমে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নজরদারি জোরদার করেছে। নাইট ভিশন ডিভাইস এবং সিসিটিভি ক্যামেরার মতো প্রযুক্তিতে নজরদারিতে কাজে লাগানো হয়েছে। ড্রোনের মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন বহুতল বাড়ির ছাদে নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অযোধ্যার আইজি প্রবীন কুমার।

প্রসঙ্গত, রাম মন্দিরে নাশকতা ষড়যন্ত্র করছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদা ও লস্কর ই তইবা। গত নভেম্বর মাসে এমনই একটি খবর রটেছিল। খবরটি ছড়িতে পড়তেই কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় রাম মন্দির চত্বর। আরও জোরদার করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

রাম মন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। গোটা এলাকাকে নিরাপত্তার বেড়াজালে ঘিরে ফেলা হয়েছে। দিনরাত নজরদারিতে ব্যস্ত রয়েছেন পুলিশ কর্তারা। এরই মধ্যে উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং পুলিশ সদর দফতরের চেকিং অভিযানে অযোধ্যা জেলা থেকে তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করেছে যোগী রাজ্যের এটিএস।

এই বিষয়ে জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের স্পেশাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইন শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার তিনি বলেন, "ধৃত তিনজনের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে ওই তিন ব্যক্তির যোগসূত্র পাওয়া যায়নি।"

রাজ্য পুলিশের অনুমতি ছাড়া ২২ জানুয়ারি কোনও মিছিল নয়!

জেলায় জেলায় নির্দেশ ডিজির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য পুলিশের অনুমতি ছাড়া আগামী ২২ তারিখ কোনও মিছিল নয়। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার আজ সমস্ত জেলার পুলিশ সুপারদের নিয়ে বৈঠক করে বড় নির্দেশ দিলেন জেলাগুলিকে।তবে কি রাজ্যপালের চিঠির পরেই নড়েচড়ে বসল নবান্ন? এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। রাম মন্দির উদ্বোধন নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই এদিন বৈঠক সন্ধ্যায় জরুরি বৈঠকে বসেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার সমস্ত জেলার পুলিশ সুপারদের নির্দেশ দেন এই সভা থেকে। কোনও ধরনের সমস্যা এড়াতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয় বৈঠকে। প্রয়োজনে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ইঙ্গিত দেন ডিজি রাজীব কুমার।২২শে জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধনের দিন মিছিল করা নিয়ে নবান্নের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। আজকের বৈঠকেই এই নিয়ে বড় নির্দেশ দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। আগামী ২২শে জানুয়ারি সব জেলায় যেন ঠিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি থাকে, তার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার তাই তাই ব্যবস্থা নিতে হবে বলেই বৈঠকে বলেন ডিজি।

রাজীব কুমার জেলার পুলিশ সুপারদের দেওয়া নির্দেশে আরও বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে যেন সব পালন করা হয়। প্রতিটি মিছিলে নিরাপত্তা যেন নিয়ম মেনে দেওয়া হয়।

২ পাতার পর

উত্তপ্ত বিদ্যাসাগর কলেজ স্লোগান, কুশপুত্তলিকা দাহ, কালো পতাকা, টায়ার জালিয়ে বিক্ষোভ

এভিবিপি এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কয়েকজন বেশ গুরুতর আহত হয়। এবিভিপি কৃষ্ণেন্দু মল্লিককে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার রাতেই নবদ্বীপ থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। বুধবার ও আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিদ্যাসাগর কলেজ। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে ঐদিন কুশপুতুল পুড়িয়ে বিক্ষোভ করা হয়। এদিকে উভয় দলের চলে স্লোগানের পর স্লোগান। তারই মাঝে খবর পেয়ে এসে উপস্থিত হয় রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। সাংসদ আসামাত্রই তৃণমূল ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে কালো পতাকা উড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এভিবির পক্ষ থেকে বলা হয় তৃণমূল আশ্রিত ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ওপর চরা হয়েছিল। ঘটনাস্থলে নবদ্বীপ থানা পুলিশ প্রশাসন এসো উপস্থিত হয়। পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে উভয় দলের বিক্ষোভ ওঠে। তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের সভাপতি রাজদ্বীপ চট্টোপাধ্যায় জানান সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমাগত হুমকির পর এবার কৃষ্ণেন্দু মল্লিকের নেতৃত্বে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে হানা এবিভিপি গুন্ডাবাহিনীর। শীতের সকালে শান্ত কলেজকে অশান্ত করতে চড়াও হয় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর। আহত হয় দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী দিশা ভট্টাচার্য। কলেজে স্বাভাবিক পাঠদানের পাশাপাশি চলছিল ২০১৯ এর ফিমেল ক্যান্ডিডেটদের সার্টিফিকেট বিতরণের কাজ। শেষমেষ সাধারণ ছাত্র ঐক্যের সামনে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পালাতে গিয়ে আহত হয় এবিভিপি গুন্ডারা। সন্ত্রাসের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় নিজেদের মধ্যেই শুরু হয় বাগবিতন্ডা। চলতে থাকে আহত হওয়ার অভিনয় করে মিথ্যে নাটক। ভিকি, কৃষ্ণেন্দুর মত দাগি সমাজবিরোধীরা যে এবিভিপি আশ্রিত, কার্যত তা স্বীকার করে নিল বিজেপি নেতৃত্ব। অভিনয়কারী এবিভিপি দুষ্কৃতীদের মানসিক সুস্থতা কামনা করি।শিক্ষাঙ্গনে এবিভিপির গুন্ডাবাহিনী দিয়ে পঠনপাঠনের পরিবেশকে কলুষিত করার প্রতিবাদে ১৯ শে জানুয়ারি শুক্রবার নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের গেটে টায়ার জ্বালিয়ে ধিক্কার কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ০২০ সংখ্যা ২০ জানুয়ারী, ২০২৪ শনিবার ০৫ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই রাজ্য বিধানসভায় বসতে পারে বাজেট অধিবেশন

রাজ্যপাল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। কিন্তু সংবিধানের মতে রাজ্যের মুখ্য চালিকাশক্তি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু নরেন্দ্র মোদির জমানায় দেশের একাধিক রাজ্যে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রের নিয়োগ করে পদ্মশিবিরের রাজ্যপালরা সেই সব রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্মে নিত্যদিন দখলদারি করছেন।আবার এটাও দেখা গিয়েছে, রাজ্যপালের ভাষণে সরকারের প্রশংসা সূচক একাধিক বিষয় থাকে। কোন প্রকল্পের কেমন অগ্রগতি, কোন প্রকল্পে ভালো কাজ হয়েছে, আগামী দিন সরকারের চিন্তা-ভাবনা সবটাই ফুটে ওঠে রাজ্যপালের ভাষণে। কিন্তু ইদানিংকালে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের সঙ্গে নানা ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। উপাচার্য নিয়োগ, বিধানসভার বিল আটকে রাখা, পঞ্চায়েত নির্বাচন সহ নানা ঘটনায় রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত বেঁধেছে। সর্বশেষ সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রাজ্যপাল প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন। তৃণমূল অনেক দিন ধরেই বলে আসছে রাজভবনকে বিজেপি পার্টি অফিস হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে। রাজ্যপালের বক্তব্যের বিরোধিতা করে পাল্টা রাজ্যের মন্ত্রী এবং তৃণমূলের নেতারা সরব হতেও দেখা গিয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে যতটুকু খবর, তাতে রাজভবনের সঙ্গে রাজ্যের মধুর সম্পর্ক এখনও পুরোপুরি হয়নি। সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে, তার জেরেই রাজ্যপালের ভাষণ আপাতত অধিবেশন শুরুর প্রথমে থাকছে না, এমনটাই ওয়াকিবহাল মহলের মত। কার্যত পদ্মপাল রাজ্যপালের জন্য এবার রাজ্যের ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার টিট ফর ট্যাট নীতি নিচ্ছে।সরকারি সব কাজ, সিদ্ধান্ত আটকে দিতে চাইছেন। তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়েছে। সেই মামলার রায় গিয়েছে রাজ্যপালদের বিরুদ্ধে। কড়া ভাষায় তাঁদের নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করিয়ে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। তবুও ছবিতে বদল আসেনি। বিশেষ করে বাংলায় তো নয়ই। কলকাতার রাজভবনে বসে চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এবার তাই রাজ্যের ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারও, পাল্টা রাজ্যপালকে বয়কট করার পথে হাঁটা দিতে চলেছে। সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য বিধানসভায় যে বাজেট অধিবেশন বসতে চলেছে সেখানে রাজ্যপালের ভাষণ ছাড়াই অধিবেশন শুরু করানো হতে পারে।সূত্রের দাবি যদি সঠিক হয় তাহলে বাংলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাসে এই প্রথম রাজ্যপালের ভাষণ ব্যতিরেকে বছরের প্রথম অধিবেশন শুরু হতে চলেছে রাজ্য বিধানসভায়। সাধারণত বছরের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান তথা রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে। আবার বছর শেষের অধিবেশনের পর রাজ্যপালকে তা সবিস্তারে জানানো হয়। তাঁর অনুমতি নিয়েই গোটা বছরের অধিবেশন পর্বের প্রয়োগ বা সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু এখন রাজ্য বিধানসভার সচিবালয়ের সুত্রেই জানা গিয়েছে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের ভাষণ থাকছে না এ বছরের শুরুর অধিবেশনে। যদি তা হয় শেষ পর্যন্ত তাহলে সেক্ষেত্রে একদিকে যেমন বিধানসভার অধিবেশন বৈধ না অবৈধ তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে তেমনি তা নিয়ে মামলার জল গড়াতে পারে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। গত বছর ডিসেম্বর মাসে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনের শেষ দিনে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি করে দেওয়া হচ্ছে অধিবেশন। ফলে স্পিকারের এই ঘোষণার পর পরবর্তী অধিবেশন শুরুর ক্ষেত্রে রাজ্যপালের অনুমতি নিতে হয় না বলেই বিধানসভার সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই সূত্রেই স্পিকার নিজের পদমর্যাদা মোতাবেক অধিবেশন শুরু করতে পারেন। আগামী অধিবেশন তেমনটাই হতে চলেছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

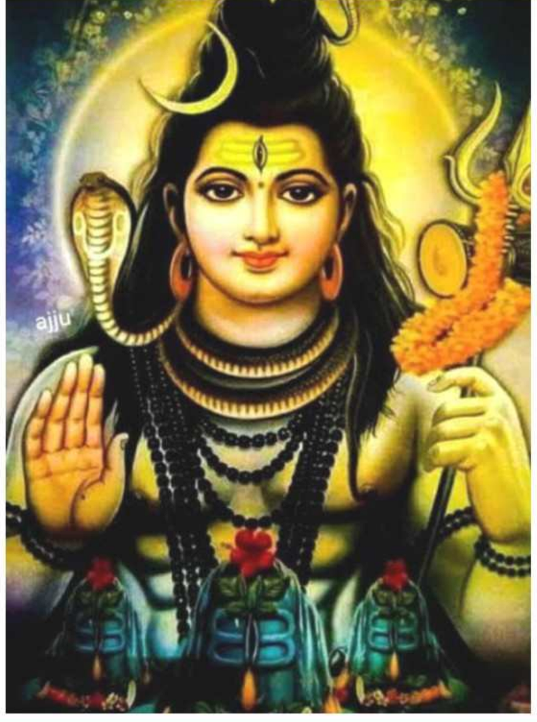

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যার ইচ্ছা শক্তি যতটা বেশি, সে ততো বেশি গভীরে গিয়ে তার নিজের কর্ম দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে তার প্রতিষ্ঠিত জায়গা। পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তি প্রবল এক মহামানবের জন্মগ্রহণ হয়েছিল, পৃথিবী আজব তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। তৎকালীন সময়ে পৃথিবী সম্পূর্ণ জলে ভরা, তেমনি কথা পৌরাণিক ভাবে কিছু পাঠ্যপুস্তক ও কাগজে লিপিবদ্ধ আছে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে সরদার পরিবার

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

নদীর পাড়ে সুইস গেটের কাছে কাছারিবাড়ি নামক একটি স্থানে ব্রিটিশ দপ্তর খুলে বসলো।সদানন্দ সরদারকে তাও ব্রিটিশরা কোনভাবে কিছুই করতে পারিনি। সদানন্দ সরদার সংসার জীবনে তিনটি ছেলে ও বংশবিস্তার করতে লাগলো।বড় ছেলের নাম ছিল নন্তু সরদার তিনিও তার বাবার মত ডানপিটে ছিলেন।বহু আন্দোলনের সঙ্গে এইসব তার পরিবারের ইতিহাস আজও জড়িয়ে রয়েছে ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের হেদিয়া গ্রামে। সদানন্দ সরদারের বড় ছেলে ছিলেন নন্তু সরদার তার দুই ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুখিরাম সরদার, লালু সরদার ও হাসি। তবে দুখিরাম সরদার বড় হয়ে ব্রিটিশদের অত্যাচার ইতিহাস শুনেছিলেন, সেই সময় কংগ্রেসের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এই এলাকায় বামফ্রন্টের জন্ম দিয়েছিলেন দুখিরাম সরদার ও তার পরিবার মিলে।যে দলের জন্ম দিয়েছিল সেই দল যখন ক্ষমতায় আসে তখনই দুখিরাম সরদারের পরিবারের উপরে অত্যাচার নেমে আসে। এরপর ২০১১ সালেই তৃণমূল কংগ্রেস শাসক দল ক্ষমতায় চলে আসে! ২০১৮ সালে অকালে জীবন চলে যায় দুখীরাম সরদার এর, সম্পত্তির লোভে বশীভূত হয়ে মেরে দেয় দুখিরাম সরদারকে পাড়া-প্রতিবেশীরা, এ ঘটনা মৃত্যুর ঠিক তিন মাস পরে জানাজানি হয় । ক্ষুদিরাম সরদারের পরিবার আজও অবহেলায় অবহেলিত এই গ্রামে। বিচ্ছিন্ন ভাবে সেই শ্রী ইতিহাস আজও আমাদের কাছে জানা ও অজানা রয়ে গেছে।তবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই সরদার ইতিহাস।এই পরিবারের ইতিহাস থেকে শুরু করে আজ আমরা জেলার বিস্তীর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়গুলো তুলে ধরব ! এই জেলার ঐতিহাসিক উপাদান গুলি সংরক্ষণ বা গবেষণার কাজে অনেকেই এগিয়ে এসেছে।আজও সেই গবেষণার পথে আমি পথিক হয়ে দাঁড়িয়েছি। এই জেলায় এক দিকে যেমন রয়েছে নানা প্রত্নক্ষেত্র তেমনই রয়েছে ঐতিহাসিক স্থান। যেমন রয়েছে পাল সেন যুগের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত সাগরের মন্দিরতলা বা একাদশ শতকের জটার দেউল তেমনই রয়েছে ১৭৫৬ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধস্থল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ করা হয়েছে, এমন নানা জায়গাও রয়েছে এই জেলায়। যেমন ছত্রভোগ। এসেছেন নানা মনীষীও। গবেষক ও পর্যটক, দু'তরফেই এই জায়গাগুলি সম্পর্কে বিশদ তথ্যের খোঁজ করা হয়েছে বা হচ্ছে। তবে স্বাধীনতার আগে পূর্ব পাকিস্তান হবার পর যশোর জেলার বনগাঁ ২৪টি পরগনা জেলার আওতাধীন হয়ে পড়ে এবং সুন্দরবনের একটা বড় অংশ খুলনা ও বাখরগঞ্জের মধ্যে চলে আসে।ইংরেজ আমলে কোলকাতা ২৪টি পরগনা জেলা থেকে পৃথক হয়ে ভারতের রাজধানী হয়। ১৯৮৩ সালে ডঃ অশোক মিত্রের প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি এই জেলাকে বিভাজনের সুপারিশ করলে ১৯৮৬ সালে ১লা মার্চ এই জেলাটিকে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা নামে দুটি জেলায় ভাগ করা হয়।ভাগ করার ফলেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঐতিহাসিক আজও বহন করে চলেছে ! পাল সেন যুগের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত সাগরের মন্দিরতলা, মধ্যযুগের নদীবন্দর হরিনারায়ণপুর, থেকে শুরু করে গোবর্দ্ধনপুর, কঙ্কণদিঘি, বড়াশি-ছত্রভোগ, আটঘড়া, দেউলপোতা, হিরন্ময়পুর ও ধোষা, বাইশহাটা, তিলপি, রাক্ষসখালি, বকুলতলা সম্পর্কে পর্যটক থেকে গবেষক সকলেই প্রাথমিক তথ্য পাবেন। ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলির মধ্যে একাদশ শতকের জটার দেউল, ১৬৭০ শকাব্দে নির্মিত মন্দিরবাজারের কেশবেশ্বরের মন্দির, জয়নগরের গোপাল জিউয়ের মন্দির, দেববেড়িয়ার মন্দির, চিনা মন্দির, বাওয়ালিয়ার একগুচ্ছ মন্দির, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি জড়িত গোসাবার হ্যামিলটনের কাঠের বাংলো, কুলপিতে মান্না বিবির সমাধি মন্দির, ঘুঁটিয়ারি শরিফ, বহড়ুতে ফ্রেসকো শিল্পের শ্যামসুন্দর জিউয়ের মন্দির সম্পর্কেও এ যাবৎ প্রাপ্য প্রায় সব তথ্যই আমার কলমে তুলে ধরতে চাই। শ্রীচৈতন্যের স্মৃতি জড়িত বারুইপুরের মহাপ্রভুতলা ও ছত্রভোগ, নেতড়ায় নীলরতন সরকার ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বাড়ি, ফলতায় জগদীশচন্দ্র বসুর স্মৃতি জড়িত গবেষণা কেন্দ্র ও উদ্যান, রবীন্দ্র স্মৃতি জড়িত গোসাবার বাংলো, বারুইপুর ও জয়নগরে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি জড়িত বাড়ি, কোদালিয়ায় সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়ি, তারাশঙ্করের স্মৃতি জড়িত বজবজের খুকি মা কালী, ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দের স্মৃতি জড়িত বজবজ পুরাতন স্টেশন সম্পর্কেও নানা তথ্য। ইতিহাস গবেষক বিমল পণ্ডিতের মতে, "অতীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক কাজ হয়েছে। তবে অনেকেই কিন্তু জানিনা এই জেলার নাম কেন ২৪ পরগণা হল আর এই ২৪ টি পরগণার নাম ই বা কি কি। এই জেলার নাম '২৪ পরগনা' হল কিভাবে তা জানতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে চব্বিশ পরগনার উৎপত্তির সাথে সাথে বাংলার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী সংগ্রাম ও বিশ্বাসঘাতকতার এক নিদারুণ সাক্ষ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় হয়।২৯ জুন ক্লাইভ ২০০ ইংরেজ ও ৫০০ দেশীয় সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলেন। ক্লাইভ লিখেছেন, "এই উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ দর্শক উপস্থিত ছিল। তারা ইচ্ছে করলে শুধু লাঠি ও ঢিল মেরেই আমার মুষ্টিমেয় গারো সৈন্যদের মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু বাঙালি তা করেনি।" পলাশীর যুদ্ধে তপন মাহেন লিখেছেন, "ক্লাইভ মীরজাফরের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বাংলার মসনদে বসিয়ে দিলেন।রাজকোষ খালো হল।ক্লাইভের একার ভাগ্যেই ২১ লক্ষ টাকা জুটলাে।এর উপর মীরজাফর খুশি হয়ে সমস্ত ২৪ পরগনার মালিকানা স্বত্ব ক্লাইভ কে বকশিশ করলেন। মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে তার নবাব হবার যড়যন্ত্র চুক্তির চার নম্বর শর্ত অনুযায়ী ইংরেজকে কলকাতা সহ দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত ২৪টি পরগনা (মহল) কলকাতার জমিদারি বা ২৪ পরগনার জমিদারি নামে ৮৮২ বর্গমাইল এলাকা দান করেন যার বার্ষিক খাজনা ধার্য হয় ১২০০ টাকা।"That all the land to the south of Calcutta lying between the river and the lake and reaching as far as culpee shall be put under that perpetual government of the English, in the manner as now government by the country Zamindars, that English paying the usual rent for the treasury" (jeP Ra Bengal in 1756-57 (vol.I, P. 215-17) aC 2 প্রাসঙ্গিক বিবরণ)। মীরজাফর বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে 'চব্বিশ পরগনার জমিদার নামে যৌতুক হিসাবে যে চব্বিশটি পরগণা দান করেন তার নামগুলি হল- ১. আমিরপুর, ২. আকবরপুর, ৩.আজিমাবাদ,৪.বালিয়া, ৫, বারিদহাটি, ৬. বাসনধাওর, ৭. কলকাতা, ৮, দক্ষিণ সাগর ৯. গড়, ১০, হাতিয়াগড়, ১১. ইখতিয়ারপুর, ১২. খাড়ি-জুড়ি, ১৩, খাসপুর, ১৪. ময়বানমল,১৫, মাগুরা, ১৬. মানজুড়ি, ১৭, ময়দা, ১৮, মুড়াগাছা, ১৯, পাইকান ২১. সাতাল, ২২, শাহনগর, ২৩, শাহপুর, ২৪, উত্তর পরগনা। ১৭৭৪ সালে লর্ড ক্লাইভ আত্মহত্যা করলে এই ২৪ টি পরগণার জায়গীর আবার কোম্পানির হাতে চলে আসে।ইংরেজ শাসনকালে ২৪টি পরগনা জেলা প্রশাসনিক কারণে অনেকবার ভাগ হয়েছে।আর যাই হোক না কেন সেই জেলার এক ঐতিহাসিক শহর, আজ পঞ্চায়েতে রূপ নিয়েছে।শ্রী ইতিহাসিক শহরের নাম আমাদের ইতিহাসের সুন্দরবনের সদর পথ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ক্যানিং যার নামটি আগে ছিল মাতলা নদীর নাম অনুসারে মাতলা রূপে।তবে মাতলা নামটি কিভাবে ক্যানিং হলো তার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই' জনপ্রিয় গানের স্রষ্টা প্রতুল মুখোপাধ্যায়। গুরুতর অসুস্থ এই প্রখ্যাত গীতিকার, সুরকার ও সংগীতশিল্পী পশ্চিমবঙ্গের এক হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, চলতি বছরের শুরুতেই তাকে এসএসকেএম-এ ভর্তি করানো হয়। ক্রমাগত নাক দিয়ে রক্তক্ষরণের কারণেই হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল শিল্পীকে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাক্তাররা তাকে ভর্তি করে নেন। তবে প্রথমদিকের চেয়ে এখন কিছুটা স্থিতিশীল তার অবস্থা।

এসএসকেএম হাসপাতালে তাকে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রতুল মুখোপাধ্যায় ১৯৪২ সালে বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন স্কুলশিক্ষক। ১৯৫২ সালে তার স্কুলে যাওয়া শুরু। স্কুলের মঞ্চেই দাপিয়ে অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তিনি। 'গায়ক অভিনেতা' হিসেবে একটি স্কুলের নাটকের মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি।

১৯৬২ সালে তিনি প্রথম গান লেখেন। তারপর এক দশক ধরে বেশ কয়েকটি গণসংগীত রচনা করেছেন। নকশালদের মধ্যে তিনি পরিচিত ছিলেন 'সেজদা কমরেড' নামে।

ব্যাংকার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের প্রথম একক অ্যালবাম 'যেতে হবে' প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে।

২০১৬ সালে সিঙ্গুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে ১৪ হাজার কৃষককে তাদের জমি ফেরত দেওয়া হয়। তখন তার কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল 'আমি বাংলায় গান গাই'। তার জনপ্রিয় বেশ কয়েকটি গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চার্লি চ্যাপলিন', 'ডিঙ্গা ভাসাও আলু বেচো'।

মা হারালেন সায়নী ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও ভারতের যুব তৃণমূলের সভানেত্রী সায়নী ঘোষের সুদীপা ঘোষ মা মারা গেছেন। ১৫ জানুয়ারি পৌষ সংক্রান্তির দিন বিকেলে হাসপাতালে মৃত্যু হয় সায়নীর মায়ের। মা হারানোর শোকে সায়নী ভেঙে পড়েছেন।

যুব তৃণমূল নেত্রীর মা মারা যাওয়ার খবর জানানো, হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। দলের মুখপাত্র এবং চিকিৎসক-সাংসদ শান্তনু সেন জানান, বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন সায়নীর মা।

হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল তাকে। সোমবার বিকেল সাড়ে তিনাটর দিকে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন অভিনেত্রীর মা সুদীপা ঘোষ। তবে রোববার তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। রাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা নিয়ে তাকে ভর্তি করানো হয়েছিল একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে। হাসপাতারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শ্বাসনালীতে সংক্রমণ হয়েছিল প্রয়াত সুদীপা ঘোষের।

মায়ের অসুস্থতা নিয়ে প্রকাশ্যে সেভাবে কখনোই কথা বলতে শোনা যায়নি সায়নীকে। গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় শুধু একবার দলের হয়ে প্রচারের কর্মসূচি বাতিল করার কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন মায়ের অসুস্থতার কথা। সেটা ছিল জুলাই মাস।

সানি লিওনের নীল ছবি প্রসঙ্গে যা বললেন সালমান খান

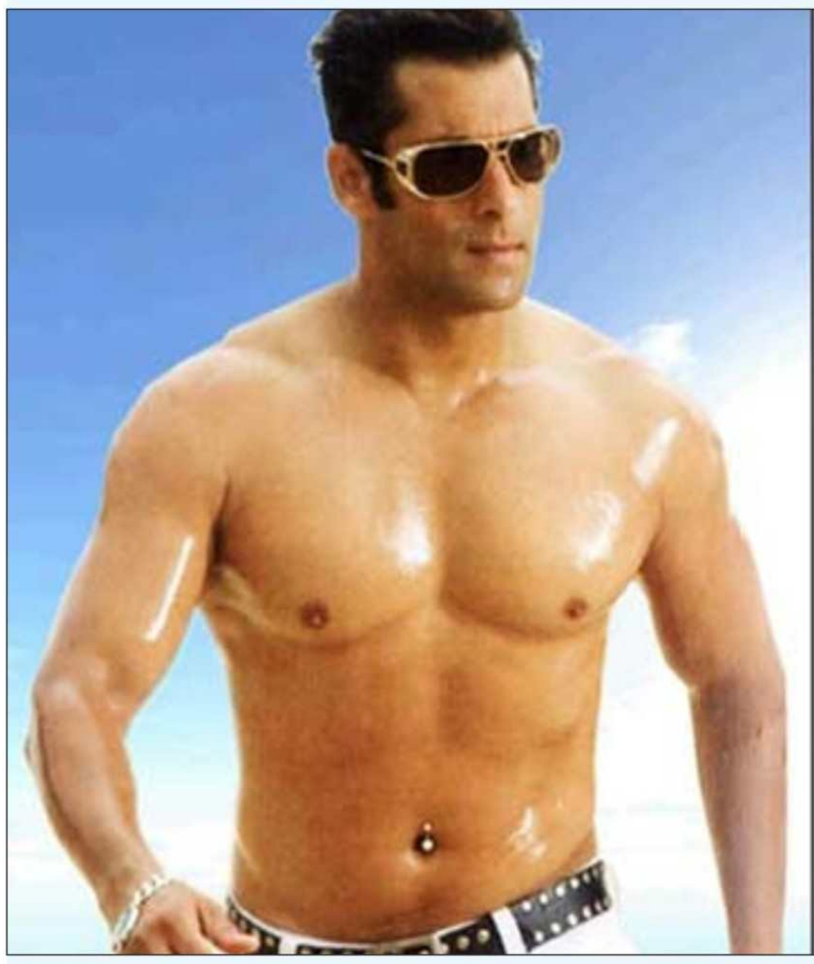

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : একসময় নীল ছবির জগতে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম ছিল সানি লিওন। তবে পর্ন জগৎ ছেড়ে বর্তমানে বলিউডে নিজের অবস্থান গড়েছেন এই অভিনেত্রী। যদিও পর্নস্টারের তকমাটা সানি লিওনের জন্য এখনো উচ্চারিত হয়। তবে এসব গায়ে মাখেন না অভিনেত্রী।

বলিউডে এখন মূলধারার সিনেমায় কাজ করছেন সানি লিওন। কাজ করেছেন শাহরুখ খানের সঙ্গেও। যদিও সানি লিওনের পছন্দের তারকা সালমান খানের সঙ্গে এখনো কাজ করা হয়ে ওঠেনি। তবে সানিকে একজন অভিনেত্রী হিসেবে যথেষ্ট সম্মান করেন সালমান খান।তাঁর অতীত নিয়েও কোনো মাথাব্যথা নেই সাল্লু ভাইয়ের। এমনকি সানির অতীতের কোনো ভিডিও পর্যন্ত তিনি দেখেননি!

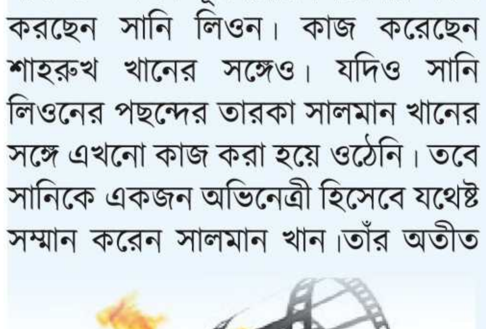

এক সাক্ষাৎকারে সালমান খানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সানিকে নিয়ে, তিনি উত্তরে বলেন, 'ও তো মানুষ। প্রতিটা মানুষের নির্দিষ্ট কাজ আছে। আপনি সাংবাদিক, উনি অন্য কিছু করেন, আমি অভিনয় করি। যাই হোক ওর পরিবারের তো কোনো আপত্তি ছিল না।'

তবে সালমান খান তাঁর কোনো পর্ন ভিডিও দেখেননি। এ প্রসঙ্গে ভাইজান বলেন, 'শুনেছি সাধারণ মানুষ ওর ভীষণ ভক্ত। আমি তাকে আগে কখনো দেখিনি। তার কোনো ছবিও কখনো দেখিনি। তবে সে ভীষণ হিট। কী যেন বলে, ওয়েবসাইটে। সে ওয়েবসাইটে তুমুল হিট।'

সানি লিওন মূলত নীল ছবির জগৎ থেকে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেন। ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন সেই জগতে। তবে হঠাৎ করেই পর্ন দুনিয়া ছেড়ে নিজের জন্মস্থান ভারতে পাড়ি জমান সানি। মূলধারার সিনেমায় কাজ করার স্বপ্ন নিয়ে মুম্বাই আসেন তিনি। বহু প্রস্তাব পেতে শুরু করেন রাতারাতি। তবে শুরুর দিকে কুপ্রস্তাবই বেশি পেয়েছিলেন তিনি। যা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বারবার।

তবে বলিউড যে তাঁকে এভাবে গ্রহণ করে নেবে, অনেকেই তা হয়তো ভেবে উঠতে পারেননি। শাহরুখ খান থেকে শুরু করে সালমান খান, আমির খান, সকলেই তাঁর সঙ্গে কাজ করতে রাজি ছিলেন। শাহরুখ খান তাঁর সিনেমায় সুযোগও দিয়েছিলেন সানি লিওনকে। আমির খান একবার সানি লিওন প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই, কেন কাজ করব না? সুযোগ হলে অবশ্যই কাজ করব তার সঙ্গে।'

সানি লিওনকে সর্বশেষ দেখা গেছে অনুরাগ কাশ্যপের 'কেনেডি' চলচ্চিত্রে। এতে আরো অভিনয় করেছেন রাহুল ভাট, জেনিফার পিচিনাটো ও মোহিত তাকালকার। সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

বিরাট-আনুশকাও এবার আমন্ত্রণ পেলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আসছে ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন করা হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটি উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সফল করতে দিনরাত সমানে চলছে প্রস্তুতির কাজ।

পুরো ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা তারকাদের অযোধ্যায় এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয়েছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন খ্যাতিমান ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও তার স্ত্রী জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী অনুশকা শর্মা।

আনুশকা ও কোহলিকে যে আমন্ত্রণ জানানো হবে, তা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে জল্পনা-কল্পনা চলছিল। এবার তারকা এ জুটির হাতে আমন্ত্রণপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে।

অযোধ্যাজুড়ে এখন সাজ সাজ রব। মোদী, যোগীর মতো রাজনৈতিক নেতা, সন্ন্যাসী, ভক্তদের পাশাপাশি ঐতিহাসিক দিনে আমন্ত্রিত হয়েছেন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদের মধ্যে রয়েছেন বিখ্যাত খেলোয়াড়, শিল্পপতি, বলিউড তারকা, সাংবাদিক, কবিরাও। সেই তালিকায় রয়েছেন ক্রিকেটাররাও।

এর আগে সচীন টেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো সাবেক ক্রিকেটাররাও এ অনুষ্ঠানে জন্য আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন।

গত ১৩ জানুয়ারি সচীনের বাড়িতে গিয়ে তাকে এ অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৫ তারিখ আমন্ত্রণপত্র পান মহেন্দ্র সিং ধোনি। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন বিরাট-অনুশকার মতো তারকা।

এ অনুষ্ঠান ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই সবার মাঝে আগ্রহ ও উত্তেজনা তুঙ্গে। রামমন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে বর্ণাঢ্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। জানা গেছে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ৫ দিন আগে বলিউড অভিনেত্রী হেমা মালিনী নৃত্য পরিবেশ করবেন।

রোনালদোকে নিয়ে
যা বললেন ভিনিসিয়ুস

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : সৌদি আরবের রিয়াদের কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনাকে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। আর এই ম্যাচের জয়ের অন্যতম নায়ক ব্রাজিলিয়ান তারকা ফুটবলার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। হ্যাটট্রিক করে দলকে জিতিয়েছেন তিনি।

ম্যাচের সপ্তম মিনিটে প্রথম গোলের পর গ্যালারির দিকে ছুটে গিয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর আইকনিক 'সিউ' উদযাপন করেন ভিনিসিয়ুস। ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে বার্সেলোনাকে উড়িয়ে দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমন উদযাপনের কারণ জানান এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার।

তিনি বলেন, উদযাপনটি ছিল আমার আইডল ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর জন্য। তিনি আমার আদর্শ। যেভাবে আজকে আমরা খেলেছি এবং যা করেছি, তাতে আমি খুবই খুশি। বার্সেলোনাকে হারানো সহজ নয় এবং ৪-১ গোলের জয় তো আরও কঠিন। প্রায় নিখুঁত একটি ম্যাচ খেলেছি আমরা।

ভিনিসিয়ুসের আগে দুই ব্রাজিলিয়ান এল ক্লাসিকোতে হ্যাটট্রিক করলেও সেটি বার্সেলোনার হয়ে। ১৯৫৮ সালে ইভারিস্টো ও ১৯৯৪ সালে রিয়ালের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন রোমারিও।

টেস্ট ক্রিকেটের 'শেষ' দেখতে চান না লারা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টির প্রবল দাপটে টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা শঙ্কার জায়গা আছেই। সেটা আরও উচ্চকিত হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্প্রতিক কাণ্ডে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ এমন একটি সিরিজকে অবহেলা করে তারা গুরুত্ব দিয়েছে ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টকে। এর সূত্র ধরেই ফের ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণের টিকে থাকা নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। এতে যোগ দিয়েছেন ব্রায়ান লারাও। ক্যারিবিয়ান এই ব্যাটিং কিংবদন্তি চান, স্বগৌরবে টিকে থাকুক প্রিয় টেস্ট। ক্রিকেটারদের একটা অংশ আগেই টেস্টকে বাদ দিয়ে বেছে নিয়েছেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে খেলতে দেশের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে অনীহা বাড়ছে ক্রমেই। এর মধ্যেই নিজেদের ঘরোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে টেস্টে ছাড় দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দল পেলে স্থানীয় ক্রিকেটারদের জাতীয় দলের আগে এসএটোয়েন্টিতে খেলা বাধ্যতামূলক করেছে তারা। তাই নিউজিল্যান্ড সফরে একবারেই আনকোরা দল নিয়ে যেতে হচ্ছে প্রোটিয়াদের। দুই টেস্টের জন্য ঘোষিত ১৫ সদস্যের দলে ৮ জনই নতুন মুখ। বাকি ৭ জনের মিলিত অভিজ্ঞতা কেবল ৫০ টেস্টের। ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদের চাহিদা একটু বেশি। বাড়তি অর্থ উপার্জনের আশায় জাতীয় দলের চেয়ে তারা বেশি প্রাধান্য দেন সেসব টুর্নামেন্টে খেলার। তাই অস্ট্রেলিয়া সফরেও বেশ কিছু নতুন মুখ নিয়ে যেতে হয়েছে ক্যারিবিয়ানদের। এখানে অবশ্য খেলোয়াড়দের দোষ দেখছেন না লারা। 'দ্য এজে'র সঙ্গে আলাপচারিতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক এই অধিনায়ক বলেন, জাতীয় দলের হয়ে খেলে ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা পাচ্ছেন না বলেই অন্য পথ খুঁজছেন তারা।

লারা বলেন, ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি কোনো খেলোয়াড়ের ওপর ক্ষুব্ধ হতে পারি না। সামগ্রিকভাবে খেলাধুলা খুবই স্বল্প-মেয়াদী। ক্রিকেটে আপনি কখন দলে থাকবেন কিংবা কখন বাইরে চলে যাবেন, জানবেন না। শুধু ইংলিশ, অস্ট্রেলিয়ান বা ভারতীয় ক্রিকেট নয়, সব ধরনের ক্রিকেটই সমৃদ্ধ হবে এমন একটি পথ খুঁজে বের করতে হবে। আপনার সেরা দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলুক, এটাই চাইবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার নিজস্ব কারণ থাকবে, কিন্তু যখন তাদের দলের দিকে তাকাই এমন একটি নামও দেখিনি যাকে আমি চিনি।

টি-টোয়েন্টির এই যুগে টেস্ট ক্রিকেট থেকে আগ্রহ হারাচ্ছেন দর্শকরাও। তবে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের টেস্ট সিরিজগুলোতে দেখা যায় কিছুটা আগ্রহ। সব কিছু মিলিয়েই, টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে রাখতে এই তিন দেশের বাইরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ভাবতে বললেন লারা। তার মতে, টেস্ট ক্রিকেট খেলেছি, খেলাটির প্রতি ভালোবাসার কারণে এই সংস্করণের মৃত্যু আমি দেখতে চাই না। আশা করছি, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের বাইরে গিয়ে আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এর গুরুত্ব ফিরিয়ে আনতে পারব।

দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ নাসির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতির দায়ে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার ক্রিকেটার নাসির হোসেন। একই সঙ্গে ছয় মাসের স্থগিত নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাকে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে নাসির হোসেনের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আইসিসি।

নাসিরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি বিরোধী তিনটি ধারায় অভিযোগ আনা হয়। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে শাস্তি দেওয়া হলো।

এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে আইসিসির দুর্নীতি বিরোধী নিয়ম ভাঙায় অভিযুক্ত হন নাসির। ২০২১ আবুধাবি টি-টেনে ম্যাচে দুর্নীতিতে জড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছিল নাসির সহ আট ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

আইসিসির পাঠানো বিবৃতিতে এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে নাসিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়, ৭৫০ ডলারের বেশি দামের একটি উপহারের রশিদ দেখাতে পারেননি বাংলাদেশ জাতীয় দলের একসময়ের নিয়মিত মুখ নাসির। আইসিসির কোড অব কন্ডাক্ট অনুযায়ী একটি আমন্ত্রণের পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতেও ব্যর্থ হয়েছেন নাসির। এ বিষয়ে আইসিসির করা তদন্তে সহায়তা না করারও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। নাসির ছাড়াও দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশীদার পরাগ সাংভি ও ক্রিশান কুমার চৌধুরী। ব্যাটিং কোচ আশার জাইদি, ঘরোয়া ক্রিকেটার রিজওয়ান জাভেদ, সিলিয়া সামান ও সহকারী কোচ শাদাব আহমেদ। আবুধাবি টি-টেন লিগে ২০২১ সালে পুনে ডেভিলসের হয়ে খেলেছিলেন নাসির, দিয়েছিলেন দলটির নেতৃত্বও। যদিও নাসিরের ব্যক্তিগত গ্রুপ পর্বে ৬ ম্যাচে ২ জয়ে ৮ দলের মধ্যে সবার শেষে ছিল দলটির অবস্থান। ভালো করতে পারেননি নাসির নিজেও।

ফিফার বর্ষসেরা
ফেয়ারপ্লে অ্যাওয়ার্ড পেল ব্রাজিল

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বর্ণবাদের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছর ধরে লড়াই করছেন ব্রাজিলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার। বিশেষ করে রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র এ নিয়ে বেশ সোচ্চার। দেশটির ফুটবল ফেডারেশনও তাকে সমর্থন দিয়েছে। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থানের জন্য এবার ফিফা ফেয়ারপ্লে পুরস্কার পেয়েছে ব্রাজিল জাতীয় দল।

১৫ জানুয়ারি রাতে লন্ডনে 'দ্য বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস' অনুষ্ঠানে ব্রাজিলের পক্ষে ফেয়ারপ্লের পুরস্কারটি নিতে সাবেক সতীর্থদের সঙ্গে মঞ্চে উঠেছিলেন দেশটির কিংবদন্তি রাইটব্যাক কাফু। তিনি বলেন, এই পুরস্কারের জন্য ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন। পৃথিবীতে অসমতার কোনো জায়গা নেই। ফুটবল সমাজে সমতা নিয়ে আসতে পারে।

একইদিনে ঘোষণা করা হয়েছে বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার, নারী ফুটবলার, বর্ষসেরা পুরুষ ও নারী গোলরক্ষক, বর্ষসেরা নারী ও পুরুষ কোচ, ফিফা পুসকাস অ্যাওয়ার্ড, ফিফা স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড ও ফিফা ফ্যান অ্যাওয়ার্ড।

ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন লিওনেল মেসি। অনুষ্ঠানে মেসি উপস্থিত থাকতে না পারায় তার হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন ফ্রেঞ্চ কিংবদন্তি এবং মেসির সাবেক সতীর্থ থিয়েরি অঁরি।

অপরদিকে ফিফার বর্ষসেরা)নারী ফুটবলারের ক্যাটাগরিতে সেরা হয়েছেন স্পেনের বিশ্বকাপ জয়ী আইতানা বোনমাতি। সংক্ষিপ্ত তালিকায় বাকি দুজন ছিলেন কলম্বিয়ার লিন্ডা কাইসেদো এবং বোনমাতির জাতীয় দল সতীর্থ হেনি হেরমোসো।

এছাড়া সেরা কোচের পুরস্কার জিতেছেন 'ট্রেবল' জেতা স্প্যানিশ কোচ পেপ গার্দিওয়ালা। প্রতিদ্বন্দ্বী লুসিয়ানো স্প্যালেত্তি কিংবা ফিলিপে ইনজাঘির চেয়ে অনেক বড় ব্যবধানেই এগিয়ে ছিলেন তিনি। সেরা নারী কোচ হয়েছেন ইংল্যান্ড নারী দলের ডাচ কোচ সারিনা ভাইগমান।

অন্যদিকে সিটির হয়ে ট্রেবলজয়ী ব্রাজিলিয়ান গোলকিপার এদেরসনের হাতে উঠেছে ছেলেদের 'দ্য বেস্ট' গোলকিপারের পুরস্কার।

মূলত লিগ মৌসুমে (আগস্ট-আগস্ট) বছরের সেরা পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে দেওয়া হয়ে থাকে ফিফা দ্য বেস্ট পুরস্কার। তবে কাতার বিশ্বকাপের কারণে এবারের পারফরম্যান্সের সময় ধরা হয় ২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ২০ আগস্ট পর্যন্ত।

রোমার কোচ হিসেবে
মরিনহোর স্থলাভিষিক্ত হলেন রসি

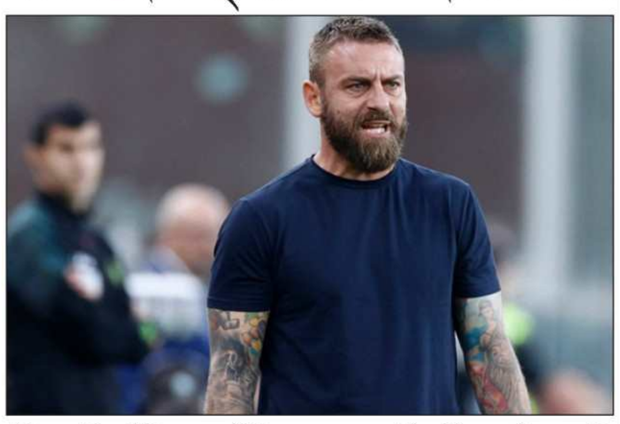

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ঘরের ছেলেকেই নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ দিলো এএস রোমা। মঙ্গলবার হোসে মরিনহোকে বরখাস্ত করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নতুন কোচ হিসেবে ক্লাবের সাবেক ফুটবলার ড্যানিয়েল ডি রসির নাম ঘোষণা করেছে ইতালিয়ান ক্লাবটি। চলতি মৌসুমের শেষ পর্যন্ত চুক্তি হয়েছে তার।

রোববার এসি মিলানের কাছে ৩-১ গোলে হারের জেরে রোমার কোচের চাকরি হারান মরিনহো। এমনিতেও তার অধীনে দলের অবস্থা ভালো ছিল না।

লিগে সবশেষ পাঁচ ম্যাচে তারা পেয়েছে মাত্র ৪ পয়েন্ট। কোপা ইতালিয়া থেকে ছিটকে পড়েছে গত সপ্তাহে। লিগে শীর্ষে থাকা ইন্টার মিলান থেকে ২২ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে নয় নম্বরে আছে রোমা।

নতুন কোচ নিয়োগের বিষয়ে সিরিয়ার এই ক্লাবটি বিবৃতিতে বলেছে,ড্যানিয়েল ডি রসিকে ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত হেড কোচ হিসেবে নিয়োগ দিতে পেরে এএস রোমা আনন্দিত। '১৮ বছর এএস রোমায় খেলোয়াড়ি জীবন কাটানো ডি রসি হেড কোচ হয়ে ঘরে ফিরছেন। তার প্রথম ম্যাচ হবে শনিবার ভেরোনার বিপক্ষে।'

রোমাতেই ক্যারিয়ারের সিংহভাগ সময় কেটেছে রসির। ৪০ বছর বয়সী সাবেক এই মিডফিল্ডার ২০০০ সালে রোমার বয়সভিত্তিক দলে যোগ দিয়ে পরের বছরই সুযোগ পান মূল দলে।

২০১৯ সালে ক্লাবটি এক মৌসুম খেলেছেন আর্জেন্টিনার ক্লাব বোকা জুনিয়র্সে। সেখানে জিতেছেন প্রিমেরা লিগ। রোমার হয়ে দুবার কোপা ইতালিয়া ও একবার সুপারকোপা ইতালিয়ানা জিতেছেন রসি। ইতালি জাতীয় দলের হয়ে রসি খেলেছেন ১১৭ ম্যাচ। ২০০৬ সালে ইতালির বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্যও তিনি।

২০২০ সালের জানুয়ারিতে অবসর নেন রসি। এরপর জড়ান কোচিং পেশায়। যদিও কোচিং ক্যারিয়ার তেমন বড় হয়নি এখনও। গত মৌসুমে ইতালিয়ান ক্লাব এসপিএলের কোচের দায়িত্ব চার মাসের মাথায় ছাটাই হন। কোচিংয়ে অভিজ্ঞতা বলতে এটুকুই।

আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটার কামিন্স

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ডিসেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটারের নাম ঘোষণা করেছে আইসিসি। বাংলাদেশের স্পিনার তাইজুল ইসলাম ও নিউজিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপসকে পেছনে ফেলে সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি এতথ্য নিশ্চিত করেছে।

ডিসেম্বর মাসটা দারুণ কেটেছে কামিন্সের। পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে ১০ উইকেট শিকার করেন ডানহাতি এই পেসার। দুই ইনিংসেই তার ঝুলিতে যায় পাঁচটি উইকেট। স্পর্শ করেন ২৫০ উইকেটের মাইলফলক।

ডিসেম্বরে সিলেটে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে ১০ উইকেট পেয়েছিলেন তাইজুল। বাংলাদেশ ম্যাচটা জেতে ১৫০ রানে। মিরপুরে সিরিজের শেষ টেস্টে হারলেও দুই ইনিংস মিলিয়ে তাইজুল নিয়েছিলেন ৫ উইকেট। ১৫ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরাও হন ৩১ বছর বয়সী বোলার।

উইকেটরক্ষক ব্যাটার হিসেবে পরিচিতি পেলেও বাংলাদেশ সফরে এসে বোলার হিসেবে নতুন আত্মপ্রকাশ ঘটে ফিলিপসের। প্রথম ম্যাচে ৫ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি প্রথম ইনিংসে করেন ৬২ বলে ৪২ রান। যদিও বাংলাদেশের জয়ে ভেস্তে যায় তার এই অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। তবে দ্বিতীয় টেস্টে তার ব্যাটে চড়ে সিরিজে সমতা ফেরায় কিউইরা। প্রথম ইনিংসে ৮৭ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ৪০ রান করেন তিনি।

রোমা'র চাকরিটাও
হারালেন মরিনিও

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : পুরো কোচিং স্টাফসহ কোচ জোসে মরিনিওকে বরখাস্ত করেছে ইতালির ফুটবল ক্লাব রোমা। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অচিরেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে যাচ্ছে।

২০২১ সালের মে মাসে ক্লাবের ৬০তম কোচ হিসেবে মরিনিওকে নিয়োগ দিয়েছিল রোমা। ২০২২ সালে রোমাকে কনফারেন্স লিগ জিতিয়েছিলেন মরিনিও। গত মৌসুমে তুলেছিলেন ইউরোপা লিগের ফাইনালেও। বিবৃতিতে রোমা মরিনিওর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। জানানো হয়েছে তার ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনাও। ২০২১ সালের এপ্রিলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব টটেনহ্যাম থেকে বরখাস্ত হওয়ার মরিনিও যোগ দিয়েছিলেন রোমায়। ইতালির ফুটবল লিগ সিরিআতে তার অধীনে খুব একটা দাপট দেখাতে পারেনি ক্লাবটি। মরিনিও যোগ দেওয়ার পর শেষ হওয়া দুটি লিগেই রোমা শেষ করেছে পয়েন্ট টেবিলের ছয়ে থেকে। চলতি মৌসুমে লিগে পয়েন্ট তালিকার ৯ নম্বরে আছে দলটি। সর্বশেষ তিন ম্যাচে নেই কোনো জয়।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোনঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক : ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR